প্রথম আলো

তারিখ ... 20 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের হামলায় ছাত্রলীগের ঘেরাও কর্মসূচি পণ্ড, তিন নেতা আহত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় ৭৫ হলে গেছে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও কর্মসূচি। এ হামলায় আহত হয়েছেন তিন ছাত্রলীগ নেতা।

জানা গেছে, গত তিন দিনে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় ছাত্রলীগের ১০ নেতা-কর্মী আহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তুতি নিতে ছাত্রলীগ নেতারা গতকাল বেলা ১১টায় পুরনো কলাভবনের সামনে জড়ো হন। এ সময় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি একদল ক্যাডার নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও ছাত্রলীগ নেতা পুলক, বাপ্পী ও রূপমকে ছাত্রদল নেতা রবি ধরে সুপারিতলায় নিয়ে আসেন। সেখানে বাপ্পীকে ছাত্রদল ক্যাডাররা মারধর করে। পরে বেলা ১২টার দিকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সামনে ছাত্রলীগ আহ্বায়ক সোহেল পারভেজ ও সদস্য চিশতীকে ছাত্রদল নেতা পলাশ ও আল বরুণী হল নেতা রসিম বেদম প্রহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহকারী প্রক্টর মোঃ জামরুজ্জামান মনির ও মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সামনে এ মারধরের ঘটনা ঘটে বলে প্রক্টর অফিস স্বীকার করেছে।

জানা যায়, গতকাল সকাল থেকেই ছাত্রদলের একাধিক গ্রুপ ক্যাম্পাসে মহড়া দেওয়া শুরু করলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

ছাত্রদল ক্যাডারদের বাধার মুখে ছাত্রলীগ শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। পরে ছাত্রলীগ গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুতাহিদুর রহমানের কাছে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলার বিচার দাবি করে স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আজ রোববারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার থেকে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করবে ছাত্রলীগ। উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগ আজ বেলা বাড়ে ৩টায় সংবাদ সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে।

হামলা প্রসঙ্গে ছাত্রদল সভাপতি পারভেজ মল্লিক বলেন, ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার কোনো পাঁয়তারা সহ্য করা হবে না। ছাত্রদল সব অপচেষ্টা প্রতিহত করবে।

প্রক্টর মোহাম্মদ আলী আকন্দ মামুন বলেন, একটি কুচক্রী মহল ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। যেকোনো মূল্যে তা প্রতিরোধ করা হবে।